দৈনিক বাংলা

07 JAN 1987

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণে ব্যবস্থা

সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজগুলোতে শিক্ষকের শূন্যপদসমূহ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

দেশে বর্তমানে অনুমোদিত ১,৫৭,২৫৪টি প্রাইমারী শিক্ষকের পদের মধ্যে ৫,৭৫৮টি পদ শূন্য রয়েছে। সরকারী নীতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে এ পদগুলি পূরণের

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

আরো ৭৪ হাজার প্রাইমারী শিক্ষক প্রয়োজন

(শওকত আনোয়ার)

প্রতি ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগের যে সরকারী সিদ্ধান্ত রয়েছে তা বাস্তবায়নে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ ৭৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন।

গত ১৯৮৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে মোট ছাত্র-ছাত্রীর

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

শিক্ষক প্রয়োজন

(১-এর পৃঃ পর)

সংখ্যা ছিল এক কোটি ১৬ লাখের ওপর। প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থী পিছু একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হলে এরজন্য মোট শিক্ষকের পদ থাকা দরকার দুই লাখ ৩২ হাজার। কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের জন্য মোট শিক্ষক পদ রয়েছে মাত্র এক লাখ ৫৭ হাজার ৮৪৯টি। এই প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর দুই একদিন আগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পদ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বক্তব্য লিখে পাঠিয়েছে। এখবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

এদিকে মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমান পাঁচ হাজার ৭৫৮টি শূন্য পদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ পদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি দিয়েছে। গত ১০ই নবেম্বর সরকার এই পদে শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত রেখেছিল।

বৃটিশ শাসনামলে ১৯৩৮ সালে প্রণীত শিক্ষা বিধিমালায় গ্রামাঞ্চলে প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম চালু হয়। প্রায় অর্ধশত বছর পর আজো বাংলাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সেই বিধিমালা অব্যাহত রয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থী পিছু একজন শিক্ষক নিয়োগের সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পদ পূরণে ব্যবস্থা

(প্রথম পৃঃ পর)

জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সরকারী স্কুলে ২৬৪টি সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদে ইতিমধ্যেই শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক সহ অবশিষ্ট মোট ৪৫৭টি পদ সত্বর পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সরকারী কলেজগুলোতে বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২,৪৫৩টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রভাষকের পদ ১,০৯৭টি, সহকারী অধ্যাপকের পদ [illegible]৩৩টি, সহযোগী অধ্যাপকের পদ ৭৫৭টি, অধ্যাপকের পদ ১০৪টি, উপাধ্যক্ষের পদ ৫৯টি এবং অধ্যক্ষের পদ ১১টি। [illegible] সম্প্রতি অধ্যক্ষের ৫১টি পদ পূ[illegible] হয়েছে।

এছাড়া ৩৯ জন জেলা শিক্ষা অফিসার, ৪ জন সহকারী পরিচালক ও ১১টি প্রধান শিক্ষকের পদ সম্প্রতি পদোন্নতির [মাধ্যমে] পূরণ করা হয়েছে। [সহযোগী] অধ্যাপক ও তদূর্ধ্বের [illegible]৫২ জন কর্মকর্তার শূন্য পদ পূরণের বিষয়টি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সরকারী কর্মকমিশন পরিচালিত বিসিএস প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রভাষকের শূন্য পদগুলো [শীঘ্রই] পূরণ করা হবে। খবর তথ্য বিবরণীর।